''সাকাশ দেওয়ার সেবা করার জন্য আসক্তিমুক্ত হয়ে অসীম জগতের বৈরাগী হও''

আজকের দিনটি হলো বিশেষ স্নেহের দিন। অমৃতবেলার থেকে শুরু করে চারিদিকের বাচ্চারা নিজেদের হৃদয়ের স্নেহ বাবার প্রতি অর্পণ করছে। সকল বাচ্চাদের স্নেহের মুক্তো গুলি মালা রূপে বাপদাদার গলায় একের পর এক এসে চলেছে। আজকের দিনে একদিকে স্নেহের মুক্তোর মালা, অন্যদিকে মিষ্টি মিষ্টি অনুযোগের মালাও ছিল। কিন্তু এই বছর অনুযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। আগে অনুযোগ হতো - আমাদেরকেও সাথে নিয়ে যেতে পারতেন, আমরা সাকার পালনা পাইনি...। এই বছর মেজরিটির অনুযোগ ছিল যে এখন বাবার সমান হয়ে তোমার কাছে পৌঁছে যাবো। সমান হওয়ার উৎসাহ উদ্দীপনা মেজরিটি বাচ্চার মধ্যে ভালো পরিমাণে রয়েছে । সমান হওয়ার ইচ্ছা অত্যন্ত তীব্র, হয়ে যাবো আর তোমার কাছে এসে যাবো, এই সংকল্প আত্মিক বার্তালাপে অনেক বাচ্চাই বলেছে। বাপদাদাও এই বাচ্চাদের বলছেন - সমান ভব, সম্পন্ন ভব, সম্পূর্ণ ভব। এর সাধন সদাকালের জন্য খুবই সহজ, সবথেকে সহজ সাধন হলো - সদা স্নেহের সাগরে সমাহিত হয়ে যাও। যেরকম আজকের দিন স্নেহতে সমাহিত হয়ে ছিলে, অন্য কিছু স্মরণে ছিলো? বাপদাদা ছাড়া আর কিছু স্মরণে ছিল? উঠতে বসতে স্নেহতে সমাহিত ছিলে। চলতে-ফিরতে কী স্মরণে ছিল? ব্রহ্মা বাবার চরিত্র আর চিত্র, চিত্রও সামনে ছিল আর চরিত্রও স্মৃতিতে ছিল। সকলেই স্নেহের অনুভব আজ বিশেষ ভাবে করেছো, তাই না? পরিশ্রম করতে হয়েছে? সহজ হয়ে গেছে তাই না! স্নেহ এমনই এক শক্তি যা সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। না দেহ স্মরণে আসে, না দেহের দুনিয়া স্মরণে আসে। স্নেহ পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত করে দেয়। যেখানে প্রেম থাকে সেখানে পরিশ্রম হয় না। স্নেহ সদা আর সহজ বাপদাদার হাত নিজের উপর অনুভব করায়। স্নেহ ছত্রছায়া হয়ে মায়াজীৎ বানিয়ে দেয়। যত বড় সমস্যা রূপী পাহাড়ই হোক, স্নেহ পাহাড়কেও জলবৎ তরল (হাল্কা) বানিয়ে দেয়। তো স্নেহতে সমাহিত থাকতে জানো তাই না? আজ সমাহিত হয়ে দেখেছো তাই না! অন্য কিছু স্মরণে আছে? কিছুই স্মরণে নেই তাই না! বাবা, বাবা আর বাবা... একেরই স্মরণে লাভলীন ছিলে। তো বাপদাদা বলছেন আর কোনো পুরুষার্থ করো'না, শুধু স্নেহের সাগরে সমায়িত হয়ে যাও। সমায়িত হতে জানো? কখনও কখনও বাচ্চারা স্নেহের সাগরে সমায়িত হয় কিন্তু অল্প সময় সমায়িত থাকে, তারপর আবার বহির্মুখী হয়ে যায়। এখনই বলবে বাবা, মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা আর এখনই বহির্মুখী হয়ে অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হয়ে যাবে। ব্যস্ কিছুক্ষণের জন্য, যেরকম কেউ নদীতে ডুব দিয়ে উঠে পরে, এইরকম স্নেহতে সমায়িত হয়ে, ডুব দিয়ে চলে আসে। সমায়িত হয়ে থাকো, তো স্নেহের শক্তি সবথেকে সহজ ভাবে মুক্ত করে দেবে।

সকল বাচ্চাদের ব্রাহ্মণ জন্মের আদিকালের অনুভব আছে, স্নেহই ব্রাহ্মণ বানিয়েছে। স্নেহই পরিবর্তন করিয়েছে। নিজের জন্মের আদি সময়ের অনুভব স্মরণে আছে তাই না? জ্ঞান আর যোগ তো প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু স্নেহ আকৃষ্ট করে বাবার বাচ্চা বানিয়েছে। যদি সদা স্নেহের শক্তিতে থাকো তো সদাকালের জন্য পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এমনিতেও তো মুক্তি বর্ষ পালন করছো তাই না। তো পরিশ্রম থেকেও মুক্ত, তার সাধন হলো - স্নেহতে সমাহিত হয়ে থাকো। স্নেহের অনুভব সকলেরই আছে তাই না? নাকি নেই? যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি যে বাপদাদার প্রতি সবথেকে বেশী স্নেহ কার আছে? তো সবাই হাত তুলবে যে আমার আছে। (সবাই হাত তুলেছে) সাইলেন্সের হাত ওঠাও, শব্দ করে নয়। তো বাপদাদা আজ এটাই বলছেন যে স্নেহের শক্তি সদা কাজে লাগাও। সহজ তাই না! যোগ লাগাচ্ছো - দেহ ভুলে যাবে, দেহের দুনিয়া ভুলে যাবে, মায়াজীৎ হবে। যখন স্নেহের ছত্রছায়ায় থাকবে, তো স্নেহের ছত্রছায়ার অন্দরে মায়া আসতে পারবে না। স্নেহের সাগরের বাইরে যখন আসো তখন মায়া দেখে নেয় আর নিজের বানিয়ে নেয়, স্নেহের ছত্রছায়া থেকে বের হবেই না। সমাহিত হয়ে থাকো। স্নেহী কোনও কাজ করার সময় স্নেহীকে ভুলতে পারে না। স্নেহতে সমায়িত হয়ে প্রত্যেক কাজ করে। তো যেরকম আজকের দিনটিতে বাবার স্নেহে হারিয়ে গিয়েছিলে, এইরকম সদা স্নেহতে সমায়িত থাকতে পারবে না? স্নেহ সহজেই সমান বানিয়ে দেবে কেননা যার সাথে স্নেহ আছে, তার মতো হওয়া, কঠিন মনে হয়না।

ব্রহ্মা বাবার সাথে হৃদয়ের ভালোবাসা আছে, ব্রহ্মা বাবারও বাচ্চাদের প্রতি অতি স্নেহ আছে। সদা এক একটি বাচ্চাকে ইমার্জ করে বিশেষ সমান হওয়ার সাকাশ দিতে থাকেন। যেরকম পাস্ট জীবনে এক একটি রত্নকে দেখে, প্রত্যেক রত্নের মূল্যকে জেনে বিশেষ কাজে লাগাতেন, সেইরকমই এখনও এক একটি রত্নকে বিশেষ রূপে বিশেষত্বগুলিকে কাজে লাগানোর সদা সংকল্প দিতে থাকেন। আর প্রত্যেকের বিশেষত্বগুলির বাহবা দিতে থাকেন। বাঃ আমার অমূল্য রত্ন। কোনো কোনো বাচ্চা চিন্তা করে যে ব্রহ্মা বাবা বতনে কি করেন? আমরা তো এখানে সেবা করতে থাকি আর ব্রহ্মা বাবা সেখানে বতনে

কি করেন? বাবা বলছেন যেরকম সাকার রূপে সদা বাচ্চাদের সাথে ছিলেন, সেইরকম বতনেও আছেন। বাচ্চাদের সাথেই থাকেন, একা থাকেন না। বাচ্চাদের ছাড়া বাবারও মজা আসে না। যেরকম বাবাকে ছাড়া বাচ্চারা কিছু চিন্তা করতে পারে না, সেইরকম বাবাও বাচ্চাদেরকে ছাড়া কিছু চিন্তা করেন না। একা থাকেন না, সাথেই থাকেন। সাকারে তো সাথে থাকার অনুভব সাকার রূপে অল্প সংখ্যক বাচ্চাই করেছে, এখন তো অব্যক্ত রূপে প্রত্যেক বাচ্চার সাথে যে সময়ে চান, যখন চান সাথে থাকতে পারেন। যেরকম চিত্রে দেখায় যে - তারা এক একটি গোপীকার সাথে কৃষ্ণকে দেখিয়েছে কিন্তু সেটা হলো এই সময়কারই কথা। এখন অব্যক্ত রূপে প্রত্যেক বাচ্চার সাথে যখন চান, তা যদি হয় রাত্রি ২টো বা আড়াইটে, যেকোনও সময়েই সাথে থাকতে পারেন। সাকারে তো সেন্টারগুলিতে চক্র লাগানো কখনও কখনও সম্ভব ওকিন্তু এখন অব্যক্ত রূপে তো পবিত্র প্রবৃত্তিতেও চক্র লাগান। বাবার কাজই কি আছে, বাচ্চাদেরকে সমান বানিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়া, এটাই তো কাজ তাই না আর কি আছে? তো এতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন।

তো আজকের দিন বাপদাদা বাচ্চাদেরকে বিশেষ পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত ভব-র বরদান দিচ্ছেন। যে কাজই করো ডবল লাইট হয়ে কাজ করো, তো পরিশ্রমের পরিবর্তে মনোরঞ্জন অনুভব করবে। কেননা বাপদাদার বাচ্চাদের পরিশ্রম করা, যুদ্ধ করা, হার-জিতের খেলা করা - এসব দেখতে ভালো লাগে না। তো মুক্ত বর্ষ পালন করছো তাই না! পালন করছো নাকি পরিশ্রমে লেগে আছো? আজকের দিনে বিশেষ এই বরদান স্মরণে রেখো - পরিশ্রম থেকে মুক্ত ভব। এই সঙ্গম যুগ হলো পরিশ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার যুগ। আনন্দে থাকার যুগ। যদি পরিশ্রম হয় তাহলে আনন্দ হবে না। একটাই যুগ পরমাত্মা আর আত্মাদের আনন্দ করার যুগ। আত্মা, পরমাত্মার স্নেহের যুগ। মিলনের যুগ। তো দৃঢ় সংকল্প করো যে আজ থেকে পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। হবে, তাই না? তারপর এরকম করো'না যে এখানে হাত ওঠাচ্ছো আর সেখানে গিয়ে বলবে কি করবো, কিভাবে করবো? কেননা বাপদাদার কাছে প্রত্যেক বাচ্চার দৃঢ় সংকল্প করার পুরো ফাইল আছে। বাপদাদা বাচ্চাদের ফাইল দেখেন। বার বার দৃঢ় সংকল্প করেছো তাই না। যখন থেকে জন্ম নিয়েছো তখন থেকে এখন পর্যন্ত কতবার সংকল্প করেছো, এটা করবো, ওটা করবো... কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ করোনি। আত্মিক কথোপকথন খুব ভালো করতে পারো, বাপদাদাকেও খুশী করে দাও। যেরকম জিজ্ঞাসুদেরও প্রভাবিত করে দাও, সেইরকম বাপদাদাকেও প্রভাবিত করে দিচ্ছো কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের প্রভাব অল্প সময় থাকে, সদা থাকে না। তো বাপদাদার কাছে ফাইল তো বৃদ্ধি হতেই থাকছে। যখনই কোনও অনুষ্ঠান হয় তখন বাপদাদার ফাইলে একটা প্রতিজ্ঞা পত্র তো জমা হয়েই যায়, এইজন্য বাবা লেখান না।

আজও সবাই সংকল্প করছে, এসব কতোদিন চলবে, ফাইলে কাগজ কতদিন পরে থাকবে, বাবাও দেখতে চাইছেন। বাচ্চাদের বাবার সমান হওয়া আর ফাইল সমাপ্ত হয়ে ফাইনাল হয়ে যাওয়া। এখন তো অনেক অনেক ফাইল। তাই কেবল স্নেহে ডুবে থাকো, স্নেহের সাগর থেকে বেরিয়ে যাবে না। ব্রহ্মা বাবার সাথে হৃদয়ের স্নেহ আছে তাই না? তো স্নেহীকে ফলো করা কঠিন লাগে না। স্নেহের জন্য বলেও থাকো যে যেখানে স্নেহ আছে, সেখানে জীবনও কুর্বাণ (বলিদান) হয়ে যায়। বাপদাদা তো জীবনকে কুর্বাণ (বলিদান) করতে বলেন না, পুরানো জগতকে বলি দাও। এর ফাইনাল ডেট ফিক্স করো। অন্যান্য ফাংশানের ডেট তো ফিক্স করে থাকো, ২০ তারিখ আছে, বা ২৪ তারিখ আছে। এর ডেট কবে ফিক্স করবে? (এর ডেট বাপদাদা ফিক্স করবেন) বাপদাদা 'কবে' শব্দটি বলেনই না, এখনই করতে বলেন। কবে করতে হবে - বাপদাদা এইরকম কিছু বলেন কি? বাবা বলেন - এখনই করতে হবে। যা করার আছে, এখনই করতে হবে। কিন্তু বাপদাদা তো হলেন সমর্থ তাই না, তো সমর্থের হিসাবে তাই এখনই করতে বলেন। বাচ্চারা তো 'পরে করে নেবো' - এই অভ্যাসে হেরে বসে আছে। এইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদেরকে বলছেন যে এই ডেট কবে ফিক্স করবে? তোমরাও পরে-পরে বলতে থাকলে, বাবাও বলবেন - কবে হবে?

এখন সময় অনুসারে সবাইকে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিতে যেতেই হবে। কিন্তু বাপদাদা বুঝতে পারেন যে - সময়, বাচ্চাদের শিক্ষক যেন না হয়, যখন বাবা হলেন শিক্ষক, তো "সময় হলে তৈরী হয়ে যাবো" - এটাই হল সময়কে শিক্ষক বানানো। তাতে মার্কস কম হয়ে যায়। এখনও অনেক বাচ্চা বলে যে - সময় শিখিয়ে দেবে, সময় পরিবর্তন করে দেবে। সময় অনুসারে তো সমগ্র বিশ্বের আত্মারা পরিবর্তন হবে কিন্তু তোমরা বাচ্চারা সময়ের অপেক্ষা করো'না। সময়কে শিক্ষক বানিও না। তোমরা হলে বিশ্বের শিক্ষকের মাস্টার বিশ্ব শিক্ষক, রচয়িতা, সময় হল রচনা তো হে রচয়িতা আত্মারা রচনাকে শিক্ষক বানিও না। ব্রহ্মা বাবা সময়কে শিক্ষক বানান নি। অসীম জগতের বৈরাগ্য আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ছিল। আদিতে দেখো এত তন দিয়ে, মন দিয়ে, ধন দিয়ে সেবা করেছেন, কিন্তু বিন্দু মাত্র আসক্তি ছিল না। তনের জন্য সদা ন্যাচারাল বাণী এটাই ছিল - এটা হল বাবার রথ। এটা আমার শরীর নয়। বাবার রথ। বাবার রথকে

খাওয়াচ্ছি, আমি খাচ্ছি না। তন থেকেও অসীম জগতের বৈরাগ্য। মন তো মন্মনা ভব ছিলোই। ধনও লাগিয়েছেন, কিন্তু কখনও এই সংকল্পও আসেনি যে আমার ধন সম্পদ সেবায় লাগছে। কখনও বর্ণনাও করেননি যে আমার ধন সেবায় লাগছে বা আমি ধন লাগিয়েছি। বাবার ভান্ডার, ভোলানাথের ভান্ডার। ধনকে নিজের মনে করে পার্সোনাল নিজের জন্য এক টাকার জিনিসও ব্যবহার করেননি। এটা হলো কন্যাদের, মাতাদের দায়িত্ব। কন্যাদের মাতাদের নামে উইল করেছেন, আমার ভাব ছিল না। সময়, শ্বাস নিজের জন্য নয়, এর থেকেও অসীমের বৈরাগী ছিলেন। এত সবকিছু প্রকৃতি দাসী হওয়া স্বত্বেও কোনও এক্সট্রা সাধন ব্যবহার করেননি। সদা সাধারণ লাইফে ছিলেন। কোনও স্পেশাল জিনিস নিজের কাজে লাগাননি। বস্ত্র পর্যন্ত, একই প্রকারের বস্ত্র অন্ত পর্যন্ত ছিল। চেঞ্জ করেননি। বাচ্চাদের জন্য মহল তৈরী করলেন কিন্তু নিজে ব্যবহার করেননি, বাচ্চাদের বলা সত্ত্বেও, শুনে ঊর্ধ্বমুখী স্থিতিতে চলে যেতেন। সদা বাচ্চাদের স্নেহ দেখেও এই শব্দই বলতেন - সব বাচ্চাদের জন্য। তো একে বলা যায় - অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি প্রত্যক্ষ জীবনে ছিল। অন্তে দেখো বাচ্চারা সামনে ছিল, হাত ধরে ছিল কিন্তু বাবার কোনও মোহ ছিল? অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি। স্নেহী বাচ্চারা, অনন্য বাচ্চারা সামনে থাকা সত্ত্বেও অসীম জগতের বৈরাগ্য ছিল। সেকেণ্ডে ঊর্ধ্বস্থিতিতে থাকার, অসীম জগতের বৈরাগ্যের প্রমাণ দেখেছ। একই লগণে সেবা, সেবা আর সেবা... আর বাকি সব কথা থেকে ঊর্ধ্বে। একে বলা যায় অসীম জগতের বৈরাগ্য। এখন সময় অনুসারে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করো। অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি ছাড়া সকাশ দানের সেবাও হতে পারে না। ফলো ফাদার করো। সাকারে ব্রহ্মা বাবা ছিলেন, নিরাকারের তো কথাই ছেড়ে দাও। সাকারে সর্ব প্রাপ্তির বন্ধন থাকা সত্ত্বেও, সকল বাচ্চাদের প্রতি দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি, সমস্যাতে পাশ হয়েছিলেন তাই না! পাশ উইথ অনারের সার্টিফিকেট নিয়ে নিয়েছেন। বিশেষ কারণ হল অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি। এখন সূক্ষ্ম সোনার শৃঙ্খলের আসক্তি, অতি সূক্ষ্ম বন্ধন অনেক আছে। কোনো কোনো বাচ্চা তো এটাও বুঝতে পারে না যে এটা হল বন্ধন। মনে করে এটা তো হয়েই থাকে, এটাই তো চলে। মুক্ত হতে হবে, না! কিন্তু এইরকম তো চলতেই থাকে। অনেক প্রকারের বন্ধন অসীম জগতের বৈরাগী হতে দেয় না। বৈরাগী হওয়ার ইচ্ছাও আছে, সংকল্পও করে - হতেই হবে। কিন্তু চাওয়া আর করা এই দুইয়ের ব্যালেন্স নেই। চাহিদা বেশী, কর্মে প্রয়োগ কম। করতেই হবে - এই বৈরাগ্য বৃত্তি এখনও ইমার্জ হয় নি। মাঝে মাঝে ইমার্জ হয়, আবার মার্জ হয়ে যায়। সময় তো করবেই কিন্তু পাশ উইথ অনার হতে পারবে না। সময়ের গতি দ্রুত, পুরুষার্থের গতি কম। স্থুল পুরুষার্থ তো হচ্ছে কিন্তু সূক্ষ্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে।

বাপদাদা যখন বাচ্চাদের গীত শোনান - উড়ে এসো, উড়ে এসো... তখন চিন্তা করেন উড়িয়ে তো নিয়ে যাবো কিন্তু বন্ধন কি উড়তে দেবে? নাকি, না এইদিকে থাকবে আর না ওইদিকে থাকবে? এখন সময় অনুসারে বন্ধনমুক্ত অসীম জগতের বৈরাগী হও। মন থেকে বৈরাগী হও। প্রোগ্রাম অনুসারে যে বৈরাগ্য আসে সেটা অল্পকালের জন্য হয়। চেক করো - নিজের সূক্ষ্ম বন্ধনকে। স্থুল বিষয় এখন সমাপ্ত হয়েছে, কিছু বাচ্চা স্থুল বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়েছে কিন্তু সূক্ষ্ম বন্ধন হল অতি সূক্ষ্ম, যেটা নিজেও চেক হয় না অর্থাৎ বুঝতেই পারা যায় না। চেক করো, ভালোভাবে চেক করো। সম্পূর্ণতার দর্পণের দ্বারা বন্ধনগুলিকে চেক করো। এটাই ব্রহ্মাবাবার স্মৃতি দিবসের গিফ্ট ব্রহ্মা বাবাকে দাও। প্রেম আছে তাই না, তো প্রেম থাকলে কি করে? গিফ্ট দেয় তাই না? তাহলে এই গিফ্ট দাও। ত্যাগ করো, সবকিছুর কুল-কিনারা ত্যাগ করো। মুক্ত হয়ে যাও। বাপদাদা খুশীও হচ্ছেন যে বাচ্চাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা হচ্ছে, খুব ভালো ভালো স্ব উন্নতির সংকল্পও করছে। এই সেই সংকল্পগুলিকে বাস্তবে করে দেখাও। আচ্ছা।

আজ বিশেষ টিচারদের সংগঠন একত্রিত হয়েছে। সেবার রিটার্নে এই উৎসব রাখা হয়েছে। বাপদাদা খুশী হচ্ছেন এই কারণে যে, বাচ্চাদের সেবার ফল প্রাপ্ত হচ্ছে বা পালন করছে, খাচ্ছে। সেবাতে নম্বরের ক্রমানুসারে সফল হয়েছো আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

চারিদিকের দেশ-বিদেশের স্নেহতে সমাহিত হওয়া স্নেহী বাচ্চাদেরকে, সদা বাবার স্নেহের সাগরে সমাহিত অতি সমীপ আত্মাদেরকে, সদা ব্রহ্মাবাবার বিশেষত্বগুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা পরিশ্রম মুক্ত, আনন্দে থাকা পরমাত্ম স্নেহে উড়তে থাকা আত্মাদেরকে, বাবার সমান হওয়ার সংকল্পকে সাকারে রূপ প্রদানকারী এইরকম দিলারাম বাবার হৃদয়ে সমাহিত থাকা বাচ্চাদেরকে, বিশেষ আজকের দিনে ব্রহ্মা বাবার পদমা-পদমগুণ স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার হোক।

বাপদাদা তো সদা বাচ্চাদের হৃদয়ে থাকেন, বতনে থেকেও বাচ্চাদের হৃদয়ে থাকেন, তো এইরকম হৃদয়ে সমাহিত থাকা বাচ্চাদেরকে বাপদাদা স্নেহের মুক্তোর থালা ভরপুর করে স্মরণের স্নেহ সুমন এবং নমস্কার জানাচ্ছেন।

বরদানঃ- সংকল্পরূপী বীজকে সদা সমর্থ করা জ্ঞানী তু আত্মা ভব

জ্ঞান শোনা এবং অন্যদেরকে শোনানোর সাথে সাথে জ্ঞান স্বরূপ হও। জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ যার প্রত্যেক সংকল্প, বাণী আর কর্ম সমর্থ হবে, ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেখানে সমর্থ থাকে সেখানে ব্যর্থ থাকতে পারে না। যেরকম প্রকাশ আর অন্ধকার একসাথে থাকে না। তো জ্ঞান হল প্রকাশ, ব্যর্থ হল অন্ধকার, এইজন্য জ্ঞানী তু আত্মা মানে প্রত্যেক সংকল্প রূপী বীজ সমর্থ হবে। যার সংকল্প সমর্থ তার বাণী, কর্ম, সম্বন্ধ সহজেই সমর্থ হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- সূর্যবংশীতে যেতে হলে যোগী হও, যোদ্ধা নয়।

সূচনাঃ আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বৎস সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিশেষ নিজের আকারী ফরিস্তা স্বরূপে স্থিত হয়ে, ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে বাপদাদার সাথে বিশ্ব পরিক্রমা করতে করতে সকাশ দেওয়ার সেবা করুন। অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন - ডবল দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ডবল লাইট থাকো। ডবল লাইট থাকলে লৌকিক দায়িত্ব পালন করেও কখনও ক্লান্ত হবে না, কেননা তোমরা হলে ট্রাস্টী। ট্রাস্টীর আবার কিসের ক্লান্তি? নিজের গৃহস্থ, নিজের প্রবৃত্তি মনে করলে বোঝা মনে হবে। নিজেরই নয় তো বোঝ কোন্ বিষয়ের, একদম পৃথক এবং প্রিয়, বালক তথা মালিক। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;